ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনা ও সমাজ ভাবনাঃ একটি বিশ্লেষণমূলক আলোচনা

Synopsis

Submitted by

Payel Giri

Registration No: A00ED0501919

Supervised by

Prof. (Dr.) Bishnupada Nanda
(Professor, Department of Education, Jadavpur University)

Department of Education
Jadavpur University
Kolkata
2023

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়	গবেষণার পটভূমি	1 - 6
১.১	ভূমিকা	1
১.২	গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও সমস্যার বিবৃতি	4
১.৩	গবেষণার প্রশ্ন সমূহ	5
১.৪	গবেষণার উদ্দেশ্য সমূহ	5
১.৫	গবেষণার সীমানির্দেশকরণ	6
দ্বিতীয় অধ্যায়	সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের পর্যালোচনা	7-19
২.১	গবেষণা সমূহ পর্যালোচনার ছক	7
তৃতীয় অধ্যায়	গবেষণার পদ্ধতি	20-20
৩:১	বর্তমান গবেষণার নক্সা	20
৩.২	গবেষণায় ব্যবহৃত সহায়ক সরঞ্জাম সমূহ	20
৩.৩	তথ্যের বিশ্লেষণ	20
চতুর্থ অধ্যায়	ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী	21-23
৪.১	ভগিনী নিবেদিতার সংক্ষিপ্ত জীবনী	21
৪.২	বেগম রোকেয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী	22
পঞ্চম অধ্যায়	ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনা	24-28
৫.১	শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার মতামত	24
৫.২	শিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার মতামত	25
৫.৩	শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার মতামত	26
৫.৪	শৃঙ্খলা সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার মতামত	27

ষষ্ঠ অধ্যায়	ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার সমাজ ভাবনা	29-32
৬.১	ভগিনী নিবেদিতার সমাজ ভাবনা	29
৬.২	বেগম রোকেয়ার সমাজ ভাবনা	29
৬.৩	দারিদ্র্য দূরীকরণে নিবেদিতা ও রোকেয়ার ভাবনা	30
৬.৪	সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার চিন্তা ভাবনার দূরদর্শিতা	31
সপ্তম অধ্যায়	আলোচনা	33-40
৭.১	নিবেদিতা ও রোকেয়া সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতামত	33
৭.২	উপসংহার	37
৭.৩	বর্তমান কালে শিক্ষা ক্ষেত্রে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার' শিক্ষা ও সমাজ ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা	38
৭.৪	গবেষকের সুপারিশ	39
৭.৫	গবেষণার সীমাবদ্ধতা সমূহ	40
৭.৬	পরবর্তীকালে এই বিষয়ে আরও গবেষণা সম্বন্ধে সুপারিশ	40
	গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)	41

প্রথম অধ্যায়ঃ গবেষণার পটভূমি

১.১ ভূমিকা :

আধুনিককালে সমগ্র পৃথিবী জুড়েই নারী প্রগতি একটি বিশেষভাবে আলোচিত বিষয়। এই ভাবনা থেকে উঠে এসেছে 'Women Study' বা 'Gender Study'। এই বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিক, মনোবিদ, শিক্ষাবিদ প্রমুখরা গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেছেন এবং একদল বুদ্ধিদীপ্ত শিক্ষার্থীকে এই বিষয়ে গবেষণা কর্মে যুক্ত করেছেন। পুরুষতন্ত্র যুগে যুগে নারীকে পরিবারের মধ্যে আটকে রেখেছে। নারীকে শৃঙ্খলিত করা পুরুষের কাজ ছিল। কারণ শক্তিশালী পুরুষরা নারীর দেহ এবং মনের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নারীকে করেছেন শৃঙ্খলিত। পুরুষ এমনভাবে যুগে যুগে নারীকে করায়ত্ত করেছে যাতে নারী ভাবতে শিখেছে যে সে অবলা। তার এককভাবে কোন কাজ করার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার অধিকারটুকুও ছিল না। এমনকি আজও অধিকাংশ শিক্ষিতা, উপার্জনশীলা নারী যে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পুরুষের উপর নির্ভরশীল। নারী অবলা– এই ভাবনাকে মিথে পরিণত করার দায়িত্ব পালন করেছে পুরুষ। তাই শৃঙ্খলিত নারী যুগে যুগে বাধ্য হয়েছে সবকিছুকে সহ্য করতে। তার এই অনন্ত সহ্য শক্তিকে আমরা তুলনা করতে পারি কেবলমাত্র সর্বংসহা পৃথিবীর সঙ্গে। পুরুষ দাঁড়িয়েছে উৎপাদনশীলতার কেন্দ্রে, আর নারী সেখানে সন্তান উৎপাদনের এবং লালন পালনের জন্য নিজেকে করেছে দায়বদ্ধ। তাই নারী যুগে যুগে গৃহের গণ্ডিবদ্ধ জীবনে নিজেকে করেছে অন্তরীণ। প্রাচীনকালে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ক্রমশ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে পুরুষের আধিপত্য বিস্তারের কামনা থেকে। নারী হয়ে উঠেছে পুরুষের কাছে সম্পদ– যে সম্পদকে ভোগ করার, দখল করার, রক্ষা করার দায়িত্বও গ্রহণ করেছে পুরুষ। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী ভুলে গেছে তার অমিত বীর্য এবং বুদ্ধিমত্তাকে। নারী হয়ে উঠেছে একটি বিশেষ শ্রেণী যে সর্বতোভাবে পুরুষতন্ত্রের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। ফলে সমাজে তৈরি হল লিঙ্গ বৈষম্য বা নারী-পুরুষের অসম অবস্থান। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকবার এবং স্বনির্ভর হওয়ার ইচ্ছেটাই হারিয়ে ফেলে ফলে মানুষ হিসেবে নারীর যে বাঁচবার অধিকার রয়েছে, সাম্যের অধিকার রয়েছে সেকথা নারী ভুলে যায় অথবা পুরুষের চাপের কাছে সে ভুলে যেতে বাধ্য হয়। বাঁচবার এই অধিকারবোধ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে সাম্যবাদ তথা সমাজতন্ত্রের ভাবনা। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পড়লে পাওয়া যায় ভারতে সাম্যবাদী ভাবনার বিকাশ ঘটেছিল বৈদিক যুগ থেকে।

নারী বিষয়ে গবেষণার ফসল হল নারী ও পুরুষের সমানাধিকার এবং পুরুষের প্রকৃতি ও যোগ্যতা লিঙ্গ নিরপেক্ষ। এর ফলে ধর্মকে নতুনভাবে বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ভারতবর্ষে হিন্দু এবং মুসলিম সমাজে পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা, হিন্দু সমাজের রাঁঢ়প্রথা, মুসলিম সমাজের বাঁদী প্রথা থেকে মেয়েদের ঘটলো মুক্তি। সমাজতন্ত্রে নারী বাস্তবে রক্তমাংসের নারীতে পরিণত হল পুরুষতন্ত্রের তলায় চাপা পড়ে থাকা থেকে মুক্ত হয়ে। নারী প্রমাণ করলো বিদ্যা, বুদ্ধি, মেধা, মননের বিভাজন হয় না। শিক্ষা নারীর মধ্যে সৃষ্টি করল চেতনা যা নারীর অন্তরলোককে স্পর্শ করল, আর এর থেকে দানা বাঁধল নারী প্রগতির সুনিশ্চিত ভাবনা ও সচেতনতা। নারী ক্রমশ পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব এমনকি বিদ্রোহের আঙিনায় নিজের সামর্থ্যকে করল প্রতিষ্ঠিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ, ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন পাশ, ১৮৭২ সালে নতুন বিধবা বিধি আইন পাশ, ১৮৯১ সালে সহবাস সম্মতি আইন প্রবর্তন ও সঙ্গে কৌলীন্য প্রথা বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল এবং নারীর সচেতনতার বিকাশ ঘটল—যা বিস্তৃতি লাভ করল বিংশ শতাব্দী হয়ে একবিংশ শতাব্দীতে।

কাব্যে, সাহিত্যে, দর্শনে, রাজনীতিতে নারীচর্চা শুরু হল অবিভক্ত ভারতবর্ষে। ১৮২৪ থেকে ১৮৭৩ সালের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন-এর আবির্ভাব নারীকে দিল স্বাতন্ত্র্যের অধিকার। ১৮৬২ সালে বীরাঙ্গনা কাব্যে মধুসূদন নারীর ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের উদ্বোধন ঘটালেন। নারীর নিজের কথা বলার ক্ষেত্রে তৈরি হল মোক্ষদাদায়িনী মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বঙ্গমহিলা' পত্রিকা (১৮৭০), থাকমনির সম্পাদনায় 'অনাথিনী' (১৮৭৫) পত্রিকায়, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) উপন্যাসে এবং দেবী চৌধুরানী (১৮৮৪) উপন্যাসে, স্বর্ণকুমারী দেবীর 'ভারতী' পত্রিকায়, কৃষ্ণরঞ্জিনী বসু ও শ্যামাঙ্গিনী দের সম্পাদনায় 'সোহাগিনী' পত্রিকায় এবং ১৯০৮ সালে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'সুলতানা'র স্বপ্ন' প্রভৃতিতে মেয়েরা নিজেদের কথা বলেছেন, নিজেদের ক্ষমতায়নের স্বপ্নকে তুলে ধরেছেন। ১৯১৩ সালে শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' এবং ১৯১৪ সালে রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' প্রভৃতিতে নারী মুক্তি পেতে চেয়েছে পুরুষতান্ত্রিকতার দৃঢ় নাগপাশ থেকে প্রকৃতির উদার দাক্ষিণ্যের মধ্যে। তার শরীরে এসে লেগেছে মুক্তির ঢেউ, মনোজগতে পেয়েছে মুক্তির আস্বাদন।

রাজা রামমোহন রায়ের 'ব্রাহ্মসমাজ' (১৮২৮ সালের ২০ আগস্ট), কেশবচন্দ্র সেন এর 'ব্রাহ্মিকা সমাজ' (১৮৬৫) তৈরি করেছিল নারীমুক্তির বাতায়ন। মুম্বাইতে ড. আত্মারাম পান্ডুরঙ্গ এর প্রচেষ্টায় স্ত্রী শিক্ষার প্রসার এবং পর্দা প্রথার অবসান কল্পে প্রতিষ্ঠিত হয় 'প্রার্থনা সমাজ' (১৮৬৭)। নারী জাতির উন্নতি এবং দরিদ্রের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও কল্যাণের লক্ষ্যে কেশবচন্দ্র সেন স্থাপন করেন 'ভারতীয় সংস্কার সমিতি' (১৮৭০)। পণ্ডিতা রমা বাঈ এর প্রতিষ্ঠিত 'আর্য সমিতি' (১৮৮২), স্বর্ণকুমারী দেবী'র 'সখী সমিতি' (১৮৮৬) ও 'নারী শিক্ষা সমিতি' (১৯১০), কৃষ্ণভামিনী দাস এর 'ভারত শ্রী মহামণ্ডল' (১৯১৩) ইত্যাদি সমাজ কল্যাণকর সংগঠন মহিলারা নিজেরাই প্রতিষ্ঠা করেন এবং দক্ষ হাতে পরিচালনা করেন।

ভগিনী নিবেদিতা একজন অ্যাংলো আইরিশ বংশোদ্ভুত সমাজকর্মী, লেখিকা এবং স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা হিসেবে বেশি পরিচিত। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর থেকে তিনি মনস্থির করেন ভারতকে তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসাবে মেনে নিতে। ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ নভেম্বর তিনি কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর সঙ্গে তিনি নানা ধরনের কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। সকল বর্ণের ভারতীয় নারীর জীবন যাত্রার উন্নতির লক্ষ্যে তিনি কাজ শুরু করেন। স্বনামধন্য ভারতীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশ চন্দ্র বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছিলেন নিবেদিতার বন্ধু স্থানীয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 'লোকমাতা' আখ্যা দিয়েছিলেন।

নিবেদিতার শিক্ষাচিন্তা পূর্ণতায় পৌঁছানো প্রসঙ্গে 'বেঙ্গলী' পত্রিকা (২৪ মার্চ ১৯১২ সংখ্যা) লিখেছিল – "পাশ্চাত্যে তাঁর জন্ম, ভারতে কর্মজীবন ও মৃত্যু – ইনি পৃথিবীকে দুই দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। ভারতের সুন্দর সুকুমার নারী আদর্শের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন ইউরোপীয় ঐতিহ্যপ্রাপ্ত সুদৃঢ় মনস্বিতা এবং দৃষ্টি ভঙ্গির আধুনিকতা"।

আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিন্তু প্রাচীন কালের মৌনতা, মাধুর্য, নিষ্ঠা, ধর্মভাব বিসর্জন দিয়ে নয়। যে শিক্ষা বর্তমান কালের প্রত্যেক নারীকে একাধারে ভারতের অতীত কালের সকল নারীর শ্রেষ্ঠত্ব বিকাশে সহায়তা করতে সমর্থ, তাই হবে আদর্শ শিক্ষা।

বেগম রোকেয়া একটি বিখ্যাত মুসলিম পরিবারে জন্মেছিলেন এবং সারাজীবন কখনই মুসলিম ধর্মের আবেগ ও রীতি রেওয়াজ থেকে বেরিয়ে আসেননি বরং তিনি বিশ্বাস করতেন যে "ধর্মই হল জাতীয়তাবোধ, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিক

অগ্রগতির উৎস" ('মতিচূর', ২য় খণ্ড, প্রবন্ধ 'নূর'- ই- ইসলাম', পৃ. ৭১)। যদিও আজকের দিনে মেয়েরা অনেকাংশ ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা লাভ করেছে। তবে তার বেশিরভাগই পুরুষ জাতির ইচ্ছা আর সহানুভূতির সার্বিক ক্ষমতায়নে সহায়ক নয়। তিনি লিখেছেন, "আমরা ভিক্ষা বা সহানুভূতি চাই না, আমরা চাই জন্মগত অধিকার, যা ইসলাম ধর্ম মহিলাদের ১৩০০ বছর পূর্বেই দেওয়ার কথা বলেছেন।"

মুসলমান সমাজে বর্তমানে নারী শিক্ষার প্রসার কিছুটা হলেও, এরা দ্বিতীয় শ্রেনির নাগরিক হয়েই থেকে গেছে। বাড়িতে এদের দিন অতিবাহিত হয় গৃহস্থালীর কাজের মধ্যেই। আবার যে কিছু জন বাড়ির বাইরে বেরিয়ে সরকারি বেসরকারি দপ্তরে কর্মরত তারা একজন পুরুষ কর্মীর সমান মর্যাদা পায়না।

শক্তিশালী নারীবাদী প্রবক্তা বেগম রোকেয়া তাঁর 'উন্নতির পথে' ('The way of Advancement') প্রবন্ধে নারীদের যে প্রকারের উন্নতির কথা বলেছেন তা হল, প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে জীবনের সর্বস্তরে, সর্বক্ষেত্রে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করা।

১.২ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও সমস্যার বিবৃতি :

বর্তমান এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনা ও সমাজ ভাবনা তুলে ধরা এবং বর্তমান সমাজে তার প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে বের করা। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির এই অভাবনীয় উন্নয়নের যুগে মানুষ অনেক বেশি যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে এবং মানবিকতা ক্রমশই লোপ পাচ্ছে। এর ফলে সমাজে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এমনকি শিক্ষাক্ষেত্রেও এই ধরনের মূল্যবোধ হীনতার প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নিবেদিতা এবং রোকেয়া দুজনেই ছিলেন মহীয়সী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। দুজনেই ছিলেন মানবিকতার পথ প্রদর্শিকা। তাই বর্তমান গবেষিকার মনে এই প্রশ্নের আবির্ভাব ঘটেছে যে, এই ধরনের পুরোধা ব্যক্তিত্বের স্পর্শ থাকার পরেও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার গতি প্রকৃতি পাল্টে যাচ্ছে কেন? তাহলে কি আমরা অর্থাৎ বর্তমান প্রজন্ম এঁদের দেখানো পথের উল্টো পথে হাঁটছি? এই প্রশ্ন গবেষিকার মাথায় বার বার জেগে উঠেছে। এবং এই সমস্যার সমাধানের খোঁজে নিবেদিতা ও রোকেয়ার দূরদর্শিতাকে পুনরায় জাগ্রত করে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন বলে গবেষিকা মনে করেছেন। এমনকি সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, এঁদের

আদর্শকে খুঁজে বের করে জনমানসে বিলিয়ে দেওয়ার এখনও অনেক সুযোগ রয়েছে। তাই বর্তমান গবেষণার মূল সমস্যাটি হল **"ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনা ও সমাজ ভাবনাঃ একটি বিশ্লেষণমূলক আলোচনা।"**

১.৩ গবেষণার প্রশ্ন সমূহ:

১. শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার মতামত কী এবং তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা কতখানি?

২. শিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্পর্কে নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার মতামত কী এবং তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা কতখানি?

৩। শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার মতামত কী এবং তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা কতখানি?

৪। শৃঙ্খলা সম্পর্কে নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার মতামত কী এবং তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা কতখানি?

৫. বর্তমান সমাজের সাম্প্রদায়িক সমস্যা দূরীকরণে নিবেদিতা ও রোকেয়ার মতাদর্শ কতখানি প্রাসঙ্গিক?

৬. বর্তমান সমাজের সামাজিক সমস্যা দারিদ্রের নিবারণ কল্পে নিবেদিতা ও রোকেয়ার ভাবনা চিন্তা কতখানি প্রাসঙ্গিক?

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য সমূহ:

১. শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে নিবেদিতা এবং রোকেয়ার চিন্তা ভাবনাকে খুঁজে বের করা এবং তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করা।

২. শিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্পর্কে নিবেদিতা এবং রোকেয়ার চিন্তা ভাবনাকে খুঁজে বের করা এবং তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা নিরূপণ করা।

৩. শিক্ষা দানের পদ্ধতি সম্পর্কে নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার যে দৃষ্টিভঙ্গি তা খুঁজে বের করা এবং তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা নিরূপণ করা।

৪. শৃঙ্খলা সম্পর্কে নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার মনোভাবকে খুঁজে বের করা এবং তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা বোঝার চেষ্টা করা।

৫. ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার সমাজ ভাবনাকে আলোচনা করা এবং তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করা।

৬. ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার শিক্ষাভাবনা এবং সমাজভাবনা বর্তমান সমাজের সাম্প্রদায়িক হিংসা দূরীকরণে কতখানি প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করা।

৭. সাম্প্রতিক কালের সমস্যা – দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য তাঁদের চিন্তাভাবনার যে দূরদর্শিতা তা খুঁজে বের করা।

১.৫ গবেষণার সীমানির্দেশকরণ:

বর্তমান গবেষণার মূল সমস্যাটি হল "ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনা ও সমাজ ভাবনাঃ একটি বিশ্লেষণ মূলক আলোচনা।" ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার সম্পূর্ণ জীবনাদর্শ তুলে ধরা এবং তার প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করা একজন গবেষিকার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তাই উক্ত সমস্যাটিকে নিয়ে গবেষণা করা এবং নির্দিষ্ট সময়ে তা সম্পূর্ণ করার জন্য এর সীমানির্দেশকরণ প্রয়োজন বলে গবেষিকা মনে করেছেন। এই গবেষণার সীমায়িতকরণের ক্ষেত্র গুলি হল :

১। শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠ্যক্রম, পদ্ধতি ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে নিবেদিতা ও রোকেয়ার চিন্তা ভাবনার পুনরালোচোনা।

২। বর্তমান বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা যেমন দারিদ্র্য, সাম্প্রদায়িক সমস্যা ইত্যাদি দূরীকরণে তাঁদের চিন্তা ভাবনার দূরদর্শিতা তুলে ধরা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের পর্যালোচনা

২.১ গবেষণা সমূহ পর্যালোচনার ছক (Review of Related Literature Matrix)

Title of the Article/Research Paper	Author/s and Year of Publication	Journal/ Book/Link	Objective (s)	Findings
Sister Nivedita and Women's Education in Bengal in the First Decade of the 20th Century	**Basak, S. (1992)**	Indian History Congress	বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলায় নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকা খুঁজে বের করা এবং মূল্যায়ন করা।	1. নিবেদিতা তাঁর মেয়েদের বিভিন্ন হস্তশিল্প-আঁকা, চিত্রাঙ্কন এবং সূঁচের কাজে দক্ষতা বিকাশের জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। 2. ভগিনী নিবেদিতা নিজের অজানতেই, একজন শিক্ষাবিদ এবং একজন সমাজ সংস্কারকের দ্বৈত ভূমিকায় নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। 3. ভগিনী নিবেদিতার গার্লস স্কুল একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজন পূরণ করেছে।
From Noble to Nivedita: Sister Nivedita and Her Passages	**Biswas, S. (2014),**	Indian History Congress	স্বামী বিবেকানন্দের আইরিশ শিষ্যা মার্গারেট নোবেলের (1867-1911) 1896-পরবর্তী জীবন এবং	1. 1898-1900 সালে তাঁকে কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট বক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা গিয়েছিল। 2 তাঁর প্রাথমিক

Through India, 1895-1911			ভগিনী নিবেদিতা হিসাবে জনজীবনে তাঁর পরবর্তী স্বীকৃতির উপর আলোচনা করা।	চিঠিপত্রের বেশিরভাগই এই প্রথম ইমপ্রেশনের উল্লেখ করে যা তাঁকে একটি অপরিচিত ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক ল্যান্ডস্কেপ নিয়ে আলোচনা করতে সক্ষম করেছিল।
Sister Nivedita—A Psychological Reassessment	**O'Doherty, M. (2018)**	History Ireland , Vol. 26, No. 1	১। নিবেদিতার চিঠি গুলির দ্বারা তাঁর ব্যাক্তিত্বকে তুলে ধরা। ২। নিবেদিতা কীভাবে নিজেকে বিভিন্ন মানুষের কাছে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছিলেন তা ব্যাখ্যা করা।	নিবেদিতার ব্যক্তিগত ধর্মতত্ত্ব বেশিরভাগই ছিল আধ্যাত্মবাদ এবং খ্রিস্ট বিজ্ঞান, বেদান্ত নয়। বিবেকানন্দ তার খ্রিস্ট বিজ্ঞানের বিশ্বাসকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করেননি, কারণ তিনি শিখিয়েছিলেন যে সমস্ত আধ্যাত্মিক রাস্তাই মানুষকে একই জ্ঞানের দিকে পরিচালিত করে।
Sister Nivedita and the Upliftment of Indian Women	**Biswas, I. (2020)**	International Journal of Research on Social and Natural Sciences Vol. V	১. নারী শিক্ষা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা। ২. নারী শিক্ষায় ভগিনী নিবেদিতার আবেগপ্রবণ কাজের ভূমিকা আলোচনা	নিবেদিতা দেখেন যে ভারত বৈচিত্র্যময় ধর্মের দেশ। নিবেদিতার মতে, ব্যাপক উন্নয়ন ভবিষ্যৎ শিক্ষার উপর নির্ভর করে। তিনি দেশের উন্নয়নে শিল্প ও বাণিজ্যের ভূমিকার গুরুত্বকে স্বীকার করেন, তবে উন্নতি শুধুমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিদের দ্বারাই সম্ভব হবে।

			কর। ৩. ভারতীয় সমাজের প্রতি ভগিনী নিবেদিতার ভক্তি ব্যাখ্যা করা।	
Indian Education System: A Comprehensive Analysis by Sister Nivedita	**Rai, S. (2018)**	International Journal of Social Sciences	এই গবেষণাপত্রে বিদেশী সংস্কৃতি এবং ভগিনী নিবেদিতার দ্বারা অনুধাবন করা ভারতীয় শিক্ষার উপর এর প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।	নিবেদিতার মতে একটি নিখুঁত শিক্ষায় তিনটি ভিন্ন উপাদান অনুশীলন করা উচিত i) শেখার যন্ত্র ii) শিক্ষার উদ্দেশ্য iii) নিজেকে একজন গুরুর কাছে সমর্পণ করা। ভগিনী নিবেদিতার পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতীয় তরুণদের একক প্রজন্মকে প্রশিক্ষণ দিয়ে, ভারত অবশ্যই বিশ্বের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক নেতা হিসাবে তার প্রকৃত অবস্থানে উঠবে।
Sister Nivedita and Her "Kali The Mother, The Web of Indian Life	**Inaga, S. (2004)**	Japan Review	কীভাবে নিবেদিতা ইউরোপে ও ভারতের দোভাষী হয়ে ওঠেন এবং কীভাবে তিনি ভারতীয় ছাত্রদের একটি নতুন জাতির অনুপ্রেরণা হয়ে	এই অধ্যয়নের প্রধান ফলাফলগুলি হল ভগিনী নিবেদিতার দৃষ্টিকোণ থেকে, ১)ভারতীয় জনজীবনের সমসাময়িক প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা। ২)"ধর্ম" হিসাবে "জাতীয় ন্যায়পরায়ণতা।

			ওঠেন তা ফোকাস করা।	৩) ঘরোয়া বিপ্লব বা "ভিতর থেকে বিজয়", ৪) "প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতা" ৫)ভারতীয় আদর্শবাদ এবং স্বদেশ আন্দোলন। ৬) ভারতীয় শিল্পের "জাতীয় নবজাগরণ",
Women Empowerment in Bengal and Sister Nivedita: A Sesquicentennial Accolade	**Sahoo, S. (2018)**	International Journal for Innovative Research in Multidisciplinary Field	এই গবেষণাপত্রটি পশ্চিমবঙ্গের নারীদের অবস্থার বিবর্তনে নিবেদিতার অবদানের উপর মনোনিবেশ করেছে।	নিবেদিতা বাংলায় নারীদেরকে শিক্ষিত করে এবং তাদের স্বনির্ভর হতে শেখানোর মাধ্যমে ক্ষমতায়নের জন্য কিভাবে পরিশ্রম করেছিলেন তা কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। বাংলার নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য শিক্ষিত ও নির্দেশনার মাধ্যমে তিনি বাংলার নারীদের জন্য একটি সিঁড়ি স্থাপন করেছিলেন যার মাধ্যমে তারা তাদের সর্বোত্তম ক্ষমতায়নের ধাপে আরোহণ করতে পারে।
Swami Vivekananda and Sister Nivedita at Crossroads.	**Mallick, S. (2013)**	IJECT Vol. 4,	এই গবেষণা অধ্যয়নে গবেষক ভগিনী নিবেদিতা এবং স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে	এই গবেষণা পত্রটি এই দুটি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের একটি অধ্যয়নের সাথে আলোচনা করেছে এবং তাদের বিজয় এবং ট্র্যাজেডিগুলি সত্যিকারের মানুষ গড়ে তোলার জন্য

			সম্পর্কের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন।	কতখানি বাস্তব তা তুলে ধরেছেন।
Sister Nivedita's Vision on Education in India.	**Mukherjee, P. A (2017)**	International Journal of History, Archaeology, Indology & Numismatics	ভারতে নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিক্ষার আদর্শ তুলে ধরা	ভগিনী নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সর্বাঙ্গীন এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর ধারণা, যা তাঁর কাছে নিছক রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, শিল্প উন্নয়ন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, শিক্ষা এবং লোকসংস্কৃতি অন্তর্ভুক্ত ছিল।
Nivedita: The Lady with the Lamp-an Incarnation of Empowered Woman.	**Pramanik, S. (2018)**	International Research Journal of Humanities, Language and Literature	ভগিনী নিবেদিতার জীবন, ভূমিকা ও কর্মকাণ্ড তুলে ধরা।	1897 থেকে 1911 সালের মধ্যে ভারতে প্রায় 14 বছরের সংক্ষিপ্ত অবস্থানে, নিবেদিতা জাতীয় কর্মের প্রধান ক্ষেত্রগুলিতে স্থায়ী অবদান রেখেছিলেন যা প্রাথমিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সংজ্ঞায়িত করেছিল।
Sister Nivedita: The Embracer of India	**Rani, S.L.T. (2020)**	RJPSS Sept. 2020 Vol. XLV	সিস্টার নিবেদিতার কাজ বিশ্লেষণ করা।	নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তিনি 1906 সালে কলকাতার প্লেগ এবং বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্র ও নিঃস্বদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

				স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যয় থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে যে নারীরা একটি জাতির অগ্রগতির মূলে রয়েছে, তিনি তাদের শিক্ষার প্রতি তার প্রচেষ্টাকে উৎসর্গ করেছিলেন।
Nivedita: Religion and Society – An Impeccable Act of Civic Service by The Sister During Calcutta Plague Pandemic	**Banerjee, S. N. (2021)**	Research Gate	নিবেদিতার দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক শিক্ষার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ জে সি বোসের বিশ্বস্ত সহচর, তৎকালীন ভারতের সামাজিক ও সাহিত্যিক অগ্রগতিতে ভগিনী নিবেদিতার অবদান তুলে ধরা।	বর্তমান নিবন্ধটি প্লেগ মহামারীর সময় "লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প"-এর নিবেদিত প্রচেষ্টার প্রতি উষ্ণ শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং কোভিড-১৯-এর কারণে বর্তমান সঙ্কট পরিচালনা করার জন্য তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন তা থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।
“The Role of Sister Nivedita in Empowering Women of Modern India”	**Banerjee, Ranita and Biswas, Prathrta (2016)**	Women’s Education in India-Past Predicaments and Future	আধুনিক ভারতে মেয়েদের ক্ষমতায়নে ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করা।	এই গবেষণা পত্রে যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা হল ১ কর্মযোগী হিসাবে ভগিনী . নিবেদিতার ভূমিকা, ২ . সমাজসেবী হিসেবে নিবেদিতার ভূমিকা, ৩ নারীর . ক্ষমতায়নে ভগিনী নিবেদিতার উদ্যত লেখনীর ভূমিকা এবং

		Possibilities		৪. আধুনিক ভারতের মেয়েদের শিক্ষায় নিবেদিতার ভূমিকা।
"নিবেদিতা : অনন্যা অগ্নিকন্যা ও নারীমুক্তির প্রতীক"	**Acarya Paremesh (2017)**	উদ্ভাসিত মহিমাঃ শ্বেতপদ্ম নিবেদিতা	নিবেদিতার নারীমুক্তি ভাবনাকে ব্যাখ্যা করা।	এই প্রবন্ধে গবেষক দেখিয়েছেন যে নারী মুক্তির অর্থ , কেবলমাত্র কতকগুলি নিষ্ঠুর ,প্রথা থেকে মুক্ত হওয়া নয় উপযুক্ত শিক্ষালাভ এর মাধ্যমে মেয়েদের নিজেদের স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন করা। নারীমুক্তি ব্যতীত নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়।
"পরিবেশ ভাবনায় এবং নারী শিক্ষার জাগরণে ভগিনী নিবেদিতা"	মুখোপাধ্যায় অদিতি (২০১৭)	উদ্ভাসিত মহিমাঃ শ্বেতপদ্ম নিবেদিতা	ভারত নিবেদিতা প্রাণা ভগিনী নিবেদিতার চিন্তাধারা, কর্ম ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করা।	এই প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে, কীভাবে একজন বিদুষী, বাস্তববাদী, ক্ষুরধার বুদ্ধি ও মেধা সম্পন্ন এই মহীয়সী নারী ভারতবর্ষে উত্তরণের সোপানগুলি চিহ্নিত করেছিলেন এবং সেগুলি কীভাবে হল আমাদের জাতীয়তাবোধ, জাতীয় চেতনার পুনর্জাগরণ এবং সর্বোপরি নারী জাতির পুনরুত্থানে সহায়তা করেছিল।
"Sister Nivedita's Concept of National Education in India"	**Swami Balabhadrananda (2018)।**	Sister Nivedita and Her Contribu	ভগিনী নিবেদিতার জাতীয় শিক্ষা ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা।	এই প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন যে, নিবেদিতার মতে জাতীয় শিক্ষা বলতে প্রাচীন ভারতে সমস্ত শিক্ষা যা যুগে যুগে বিকশিত হয়েছে এবং যা

		tions to India		পাশ্চাত্যের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে মিশ্রিত করে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে যা হৃদয় এবং বৌদ্ধিক সামর্থ্যকে বিকশিত করে এবং অন্তর আত্মাকে জাগ্রত করে।
"A Message for the Youth of India : Relevance of Sister Nivedita's Teachings in the 21st Century"	**Mukherjee, Saradindu (2018)**	Sister Nivedita and Her Contribu tions to India	নিবেদিতার শিক্ষাদান পদ্ধতির আজও প্রাসঙ্গিকতা কতখানি সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা।	প্রতিটি শিক্ষার্থীর ভিতরে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত সম্ভাবনাকে তিনি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। নিবেদিতা ভারতীয়দের দ্বারা ভারতের নিজস্ব ইতিহাস রচনার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রত্যেকে যেন নিজেকে জানতে পারে অন্যথায় অন্যকে জানা তার পক্ষে সম্ভব নয়। নিবেদিতার শিক্ষাদানের পদ্ধতি তাঁর নিজস্ব মননশীলতার ফসল।
Gender and Education: The Vision and Activism of Rokeya Sakhawat Hossain	**Quayum, M.A. (2016)**	SAGE (Journal of Social Values)	রোকেয়ার নারীবাদী মতাদর্শ এবং ভারতীয় নারীদের, বিশেষ করে বাঙালি মুসলিম নারীদের উন্নতির জন্য গৃহীত তার শিক্ষামূলক কর্মসূচী অনুসন্ধান করা।	হিন্দু ও মুসলিম উভয় নারীর সমন্বয়ে গঠিত এই স্বেচ্ছাসেবকরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে মহিলাদের পড়া, লেখা, সেলাই, সূচিকর্ম বা শিশু যত্ন বা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত বিষয়গুলি শেখাতেন।

Rokeya Sakhawat Hossain: Tireless Fighter of Female Education and their Independence – A Textual Analysis	**Mahmud, R. (2016)**	International Journal on Studies in English Language and Literature (IJSELL)	বাংলার প্রথম মুসলিম নারীবাদী চিন্তাবিদ, লেখিকা এবং শিক্ষাবিদ বেগম রোকেয়ার নারী স্বাধীনতা এবং নারী শিক্ষার সমর্থনে তার প্রচেষ্টা তুলে ধরা।	একটি আধুনিক, উদার ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি কল্পনা করেছিলেন যে, শিক্ষার মাধ্যমে নারীরা, বিশেষ করে মুসলিম নারীরা মানুষ হিসেবে তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে পারবে এবং পুরুষের উপর নির্ভর না করে তাদের নিজস্ব স্বার্থ অনুসরণ করবে।
Educational Thoughts of Begum Rokeya And Her Contribution in the Upliftment of Women Education in Bengal	**Roy, A.K. (2019)**	International Journal of Research in Social Sciences	(i) বেগম রোকেয়ার শিক্ষাগত চিন্তাকে সমালোচনামূলকভাবে পরীক্ষা করা। (ii) উপনিবেশিত ভারতে নারী শিক্ষার উন্নয়নে রোকেয়ার ভূমিকা তুলে ধরা।	বেগম রোকেয়ার শিক্ষা-চিন্তা এবং ব্রিটিশ শাসকদের আধিপত্যে অবিভক্ত বাংলায় নারী শিক্ষার উন্নয়নে তাঁর অবদানকে সমালোচনামূলকভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে।
Begum Rokeya Sakhawat Hossain's Sultana's Dream: An Echo of Enlightened Women's	**Begum, A. (2021)**	International Journal for Asian Contemporary Research	১. এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল শিক্ষা কীভাবে উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তির সঙ্গে নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মূল চালিকা শক্তি হিসেবে	নারী শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি তাদের ক্ষমতায়নে রোকেয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বেগম রোকেয়ার ইউটোপিয়া এই সমসাময়িক আধুনিক

Leadership in the Feminist Utopia		, Volume 1	কাজ করে তা খুঁজে বের করা। 2. বেগম রোকেয়ার নিখুঁত নারী নেতৃত্বের সৃজনশীলতাকে প্রমাণ করা যারা শিক্ষার দ্বারা আলোকিত হয়েছিল।	বিশ্বের নিখুঁত সাদৃশ্য হয়ে উঠেছে যেখানে আমাদের আলোকিত নারীরা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করে।
Emancipation of Women through Education and Economic Freedom: A Feminist Study of Begum Rokeya's Utopias	**Islam1, M.S & Islam, R (2011)**	SUST Journal of Social Sciences, Vol. 18	বেগম রোকেয়ার ইউটোপিয়া সুলতানার স্বপ্ন এবং পদ্মরাগের আলোকে দক্ষিণ এশিয়ার বিশেষ করে বাংলাদেশে নারীর জগতকে অন্বেষণ করা।	শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নারীর ক্ষমতায়নের ভিত্তি তৈরি করে। এই গবেষণাপত্রটি শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও মুক্তির প্রকৃতি ও পরিধি নিয়েও অনুসন্ধান করেছে।
Contribution of Savitribai Phule And Begum Rokeya Sakhawat Hossain In Women-Education Reform	**Sultana, S. (2021)**	EduQuad (International & Peer Reviewed Journal of	সাবিত্রীবাঈ ফুলে এবং বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এই গবেষণার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন। ১) নারী শিক্ষা সংস্কারে তাদের অবদান	সাবিত্রী এবং ফাতিমা একটি শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ শেষ করে উসমান শেখের বাড়িতে একটি স্কুল শুরু করেন। ছাত্রদের স্কুলে যেতে অনুপ্রাণিত করার জন্য, সাবিত্রীবাই দরিদ্র

		Education)	তুলনামূলকভাবে আলোচনা করা । ২) সমসাময়িক নারী শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা এবং এই দুই নারীর তাৎপর্য তুলে ধরা ।	ছাত্রদের জন্য উপবৃত্তি শুরু করেছিলেন। বেগম রোকেয়া "আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতেন-ই-ইসলাম (ইসলামী মহিলা সমিতি) নামে একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান শুরু করেছিলেন যার উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র মুসলিম মহিলাদের আর্থিক ও শিক্ষাগত সহায়তা প্রদান করা এবং মুসলিম মহিলাদের অধিকারের বিষয়ে জনমত গড়ে তোলা ।
“রোকেয়া জীবনী”	**Shamsunnahar Mahmud (1937)**	Rokeya Jiboni	রোকেয়ার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়কালের প্রতিটি ঘটনার অনুপুঙ্খ পর্যালোচনা করা।	রোকেয়ার মানবতাবাদী চিন্তাভাবনা এবং কর্ম, মুসলমান সমাজের মেয়েদের জন্য তাঁর সুগভীর অনুভূতি, কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং সর্বোপরি সমস্ত কাজের মধ্যে প্রেমদান।
“পত্রে রোকেয়া পরিচিতি”	**Moshfeda Mahmud (1965)**	Patre Rokeya Porichiti	রোকেয়ার পত্রসাহিত্য গুলিকে কালানুক্রমে সাজানো এবং সেগুলির বিস্তৃত বিশ্লেষণ।	রোকেয়ার বিভিন্ন চিঠিপত্রে সেই সময়কার পুরুষতান্ত্রিক মুসলমান সমাজের অত্যন্ত হতাশা ব্যঞ্জক নেতিবাচক চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। সেই যুগের

				মুসলমান সমাজে তাদের মেয়েদের সম্বন্ধে মূল্যবোধও রোকেয়ার চিঠিপত্রে ধরা পড়েছে। বিভিন্ন চিঠির প্রেক্ষিতে রোকেয়ার লড়াইয়ের ভয়ংকর চিত্র আমাদের চোখের সামনে উঠে আসে।
"বেগম রোকেয়া : জীবনী ও সাহিত্য"	**Motahar Hossain Sufi (1986)**	Begum Rokeya : Jiban O Shahitya	১ বেগম রোকেয়ার(সমগ্র জীবন এবং তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত কর্মকাণ্ডকে সুন্দরভাবে তুলে ধরা। ২। রোকেয়ার উপরে সেই কালে যে সমস্ত গবেষণা হয়েছিল সেগুলির তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করা।	বেগম রোকেয়ার মানসিক, সামাজিক, বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক এবং নৈতিক দিকগুলিকে বিশ্লেষকের দৃষ্টিতে দেখা যায়।
"Begum Rokeya : The Emancipator"	**Hasina Joardar and Safiuddin Joardar (1980)**	Begum Rokeya: The Emancipator	রোকেয়ার সমাজ ভাবনা এবং সেই সময়ে প্রেক্ষিতে ওই ভাবনার গুরুত্ব কতখানি তা বিশ্লেষণ করা।	গবেষকরা দেখিয়েছেন সেই সময়ের মুসলমান নারী সমাজের উন্নয়নে রোকেয়ার চিন্তাভাবনা এবং কাজকর্ম কেমন ছিল।
"Education of Muslim Women in Colonial Bengal"	**Habiuzzaman (2016)**	NU Journal of Humanities, Social Sciences	ব্রিটিশ শাসনে বঙ্গদেশে মুসলমান সমাজে মেয়েদের অবস্থা কেমন ছিল সেই বিষয়ে অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করা।	ব্রিটিশ শাসনকালে মুসলমান সমাজ ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল। তারা মেয়েদের পর্দানসিন করে রাখতেন। মেয়েদের শিক্ষার প্রায় কোন ব্যবস্থাই ছিল না। কিছু কিছু অভিজাত পরিবার তাদের মেয়েদেরকে

		& Business Studies.		গৃহ শিক্ষকের কাছে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতেন মাত্র।
"রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন :(১৯৩২-১৮৮০) বাংলার মুসলমান সমাজে নারী শিক্ষার প্রসারে এক জেহাদি কন্যা"	**Tanaya Afrosa (2016)**	Women's Education in India Past Predicaments and Future Possibilities	বেগম রোকেয়ার নারী শিক্ষা ভাবনা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা।	লেখিকা তার প্রবন্ধে রোকেয়ার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি এবং নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ গবেষণার পদ্ধতি

৩.১ বর্তমান গবেষণার নক্সা :

গবেষিকা বর্তমান গবেষণায় গুণগতমান ভিত্তিক গবেষণা পদ্ধতিকে ব্যবহার করেছেন। এই পদ্ধতিতে তিনি নিম্নলিখিত উৎগুলি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

(ক) প্রাথমিক উৎসসমূহ– বেগম রোকেয়ার রচনাবলী, বেগম রোকেয়ার চিঠিপত্র, বেগম রোকেয়ার ছবি, Complete works of Nivedita, Letters of Nivedita, pictures and documents on Nivedita ইত্যাদি।

(খ) গৌন উৎসসমূহ – বেগম রোকেয়া এবং ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে রচিত বিভিন্ন পুস্তক সমূহ, গবেষণাপত্র এবং গবেষণা অভিসন্দর্ভ, সমকালের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এবং সংবাদপত্রের কাটিং ইত্যাদি।

৩.২ গবেষণায় ব্যবহৃত সহায়ক সরঞ্জাম সমূহ:

সাক্ষাৎকার গ্রহণ - বর্তমান গবেষিকা চার জন প্রথিতযশা অধ্যাপক যারা নিয়মিতভাবে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়াকে নিয়ে চর্চা করেন তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন। এই সাক্ষাৎকারটিতে পূর্বপরিকল্পিত প্রশ্নমালা গবেষিকা ব্যবহার করেছেন।

৩.৩ তথ্যের বিশ্লেষণ:

গবেষিকা গবেষণায় ব্যবহৃত প্রাথমিক উৎস এবং গৌণ উৎস থেকে নিবেদিতা এবং রোকেয়া সম্বন্ধে যে সকল তথ্য পেয়েছেন সেগুলির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন, প্রাপ্ত তথ্যগুলির সত্যতা যাচাই করেছেন এবং এই উৎসগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন সমালোচকের বিশ্লেষণ গুলিকে মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছেন এবং সেই অনুযায়ী গবেষণাটিকে দাঁড় করিয়েছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী

৪.১ ভগিনী নিবেদিতার সংক্ষিপ্ত জীবনীঃ

নিবেদিতার পূর্ব নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল, পিতামহীর নাম অনুসারে শিশুর নামকরণ হয়েছিল মার্গারেট এলিজাবেথ। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ শে অক্টোবর উত্তর আয়ারল্যান্ডের ডানগ্যানন নামে এক ছোট শহরে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা স্যামুয়েল রিচমন্ড নোব্‌ল পেশায় ছিলেন একজন ধর্মযাজক। তাঁর মাতার নাম মেরী ইসাবেল। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র দশ বছর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তাঁর পিতার মৃত্যুর পরে তাঁর মা দুটি কন্যা ও এক পুত্রকে নিয়ে পিতা হ্যামিলটনের কাছে চলে আসেন। হ্যামিলটন আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। মার্গারেটের চরিত্রের মধ্যে মাতামহের চারিত্রিক গুণাবলী পরিলক্ষিত হয়। উনি ছিলেন সদা সত্যের পূজারী। ধর্মের প্রতি অনুরাগ, দেশাত্মবোধ এবং রাজনীতির প্রতি মার্গারেটের আকর্ষণ দেখা যায় কারণ মার্গারেটের পিতা ও পিতৃপুরুষ এবং মাতামহের আদর্শের প্রভাব পড়েছিল মার্গারেটের উপর।

মোটামুটি তিনটি পর্বে ভগিনী নিবেদিতার জীবনকালকে ভাগ করা যেতে পারে। এই তিনটি পর্ব কী সুন্দর ভাবে একটি পর্ব আর একটি পর্বের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত,–

প্রথম পর্ব– তাঁহার জন্মকাল থেকে শুরু করে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা হওয়া পর্যন্ত। এই সময় বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর চরিত্রের অনন্যসাধারণ গুনগুলির বিকাশ ঘটে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ভাবে তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছিল সংশয় ও অনিশ্চয়তা।

দ্বিতীয় পর্ব– এই পর্বে তাঁর জীবনকাল শুরু হয় বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ এর পর। নিবেদিতার জীবনে দ্বিতীয় পর্বের সূচনা কালকে ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি পর্ব বললে কিছু ভুল হয় না। স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা তিনি কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁর চিন্তাজগতে যে পরিবর্তন ঘটেছিল তা নিবেদিতার স্বলিখিত বই গুলি থেকে প্রমাণ দেয়।

তৃতীয় পর্ব–এই পর্বে ঘটে তাঁর বৃহৎ এক কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ। নীরব নিরলস কর্মের মধ্য দিয়ে তাঁর এগিয়ে যাওয়া প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে – আত্মবিসর্জনই ছিল তাঁর জীবনের মূল ব্রত। নিবেদিতা জানতেন, “ব্রতের উদযাপনে,

প্রাণপাত করাই জীবনের আদর্শ, সিদ্ধির জন্য ব্যাকুল হওয়া নহে।"(তদেব, পৃ. ৩) অধ্যাত্মসাধনার কেন্দ্র ভারতভূমি ছিল তাঁর কর্মস্থল। তিনি এমন এক মহামানবী ছিলেন যে, অনেক সময় তাঁকে দেখে রক্তমাংসে গঠিত দেহের অস্তিত্ব কিনা তা নিয়ে মনে সংশয় জাগত। কারণ কখনও তিনি লোক শিক্ষয়িত্রী, কখনও স্নেহবিগলিত জননী, কখনও কর্তব্যনিষ্ঠ মায়া-মমতায় জড়িত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কর্মী, কখনও বিনীতা ছাত্রী, অথবা সেবিকা, আবার কখনও ভগবদ্ভাবে বিভোরা– বিভিন্ন ভাবের সমাবেশ পরিলক্ষিত হত একই চরিত্রে।

৪.২ বেগম রোকেয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনীঃ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারী জাগরণের অগ্রদূত, সমাজসংস্কারক, শিক্ষাসংস্কারক, চিন্তা ও চেতনায় প্রগতিশীল মনোভাবের, দৃঢ়চেতা, স্বীয় কর্তব্যে অটল যে মহিয়সীর ব্যক্তিত্ব আমাদের চোখে পড়ে তিনি হলেন বেগম রোকেয়া। ইংরেজী ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই ডিসেম্বর এক মুসলিম রক্ষণশীল পরিবারে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

রোকেয়ার পিতার নাম জহিরুদ্দিন মোহম্মদ আবু আলী সাবের। মাতার নাম রাহাতুন্নেসা সাবের চৌধুরানী। রোকেয়ার তিন বোন ছিলেন আর দুই ভাই। বোনদের নাম হল – করিমুন্নেসা, রোকেয়া ও হমায়ারা। ভাইদের নাম হল – ইব্রাহিম সাবের ও খলিল সাবের। রোকেয়ার বাবা প্রচুর ধন সম্পদের মালিক হলেও উনি খুব ধর্মান্ধ ছিলেন। অত্যন্ত গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করলেও, সব ভাই-বোন ক্রমাগত চেষ্টা করে গিয়েছেন এই কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। তাই রোকেয়ার বড় ভাই ইব্রাহিম ও খলিল সাবের পরিবারের ঐতিহ্য ভেঙে প্রথম ইংরেজী শিখলেন এবং দুভাই-ই কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে লেখাপড়া করেন এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার ফল স্বরূপ অশিক্ষা ও কু-শিক্ষায় মোড়া এই সমাজকে মুক্ত করতে তাদের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তারা উপলব্ধি করতে শুরু করেন দেশকে জাগ্রত করতে হলে প্রথমে দরকার নারীদের জাগিয়ে তোলা। তাই তারা এই কাজ শুরু করলেন নিজেদের বোনদের শিক্ষিত করার মাধ্যমে - বাংলার নারীজাতিকে কুশিক্ষা, কুসংস্কারের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে তৎপর হয়ে ওঠেন।

স্কুল পরিচালনা ও সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সাংগঠনিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে রোকেয়া নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। ১৯১৬ সালে তিনি মুসলিম বাঙালি নারীদের সংগঠন 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন সভায় তিনি তাঁর বক্তব্য তুলে ধরতেন। ১৯২৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'বাংলার নারী শিক্ষা' বিষয়ক সম্মেলনে রোকেয়া সভাপতিত্ব করেন।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনা

৫.১ শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার মতামতঃ

“অশিক্ষিত স্ত্রী লোকের শতদোষ সমাজ অম্লান বদনে ক্ষমা করিয়া থাকে, কিন্তু সামান্য শিক্ষা প্রাপ্ত মহিলা দোষ না করিলেও সমাজ কোন কল্পিত দোষ শত গুন বাড়িয়ে সে বেচারীকে ঐ ‘শিক্ষার’ ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় এবং শত কণ্ঠে সমস্বরে বলে থাকে ‘স্ত্রী শিক্ষাকে নমস্কার’।” (রোকেয়া রচনাবলী, ২০০৬। পৃ. ১৮) বর্তমানে অধিকাংশ লোকে শিক্ষাকে কেবল চাকুরি লাভের পথ মনে করে। মহিলাগণের চাকুরি গ্রহণ অপ্রয়োজনীয় সুতরাং এই সকল লোকের চক্ষে স্ত্রী শিক্ষা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

‘শিক্ষার’ অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতি বিশেষে ‘অন্ধ অনুকরণ’ নয়। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলনের দ্বারা বৃদ্ধি করাই শিক্ষা। এই গুণের সদ্ব্যবহার করাই কর্তব্য এবং অপব্যবহার করাই দোষ। ঈশ্বর নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে হাত, পা, চোখ, কান, মন, বুদ্ধি এবং চিন্তাশক্তি দিয়েছেন। যদি আমরা অনুশীলনের দ্বারা হাত-পা সবল করি, হাত দ্বারা সৎ কার্য করি, চোখ দ্বারা মনযোগ সহকারে দেখি (বা Observe করি), কান দ্বারা মনোযোগ পূর্বক শুনি এবং চিন্তাশক্তি দ্বারা আরও সূক্ষ্ম ভাবে চিন্তা করতে শিখি তাহলে তাকেই বলে প্রকৃত শিক্ষা। আমরা কেবল ‘পাশ করা বিদ্যা’-কে প্রকৃত শিক্ষা বলিনা। (তদেব, পৃ. ১৯)

অপরদিকে নিবেদিতা ভারতীয় নারীর ভবিষ্যৎ উল্লেখ করে বলেছেন শিক্ষার প্রয়োজন আছে। কিন্তু শিক্ষা কি ধরনের হবে তা প্রশ্ন। ইংরেজী শিখতে ও পড়তে পারাই শিক্ষা নয়। মানুষ হওয়ার শিক্ষা লাভ করা চাই। উন্নতির সম্ভাবণার মূলে যে অন্তরায় গুলি বর্তমান, তা দূর করতে পারলে ভারতীয় নারী যথার্থ শিক্ষার আধার হবে।

৫.২ শিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার মতামতঃ

শিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতার মতামতঃ

নিবেদিতা বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে অনুভূতির প্রশিক্ষণ ছাড়া আর কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়। নিবেদিতা একটি ছোট্ট ভাড়ার ঘরের কুটিরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর সামনে সবচেয়ে বড়ো বাধা ছিল কুসংস্কার কাটিয়ে অবিভাবকরা তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে চাইতেন না। তিনি অনেক কষ্টে বিভিন্ন বয়সের কয়েকটি মেয়েকে জোগাড় করে তাদের পড়া, লেখা, পেন্টিং, অঙ্কন, স্বাস্থ্যবিধি এবং কাদামাটির মডেলিং শিখিয়েছিলেন। তিনি তাঁর শিক্ষা প্রণালী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রনে গড়ে তোলেন। একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে ভগিনী নিবেদিতার খ্যাতি ছিল অসামান্য এমনকি যখন তাঁর সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ হয়নি তখনও তিনি লণ্ডনে একজন বুদ্ধিমতি নাগরিক ও শিক্ষাবিদ হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। তিনি শিক্ষা দানের পদ্ধতি নিয়ে ১৮৯২ সাল থেকে গবেষণা শুরু করেন। 'কিনসলি গেট' বিদ্যালয়ে তিনি পরবর্তীকালে পরিচিত হন লেডি, রিপন এবং লেডি ইসাবেল মারগেস এর সঙ্গে যাঁরা লণ্ডনে একটি সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যা পরবর্তী সময়ে সীসেম ক্লাব নামে পরিচিতি লাভ করে।

নিবেদিতার মতে মানুষের মন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে, সে আধ্যাত্মিক শিক্ষাই হোক কিংবা কোন বিশেষ কৌশল বা দক্ষতা শিক্ষাই হোক,—সবকিছুই নির্ভর করে মনের অবস্থার উপর। তিনি চেয়েছিলেন শিশুর মনকে বুঝে সেই অনুসারে শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করতে। তিনি জোর দিয়েছেন স্বদেশীয় ইতিহাস বা গৌরব গাথার শিক্ষা দান করার উপর। তাঁর তৈরি পাঠক্রমের মধ্যে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র, বিজ্ঞান, গনিত এর পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষা যেমন সেলাই, মাটির জিনিস বানানো, বুনুনির কাজ, হস্ত শিল্পের শিক্ষার উপর জোর দিতেন। বৃত্তিমূলক শিক্ষা পেলে মেয়েরা স্বনির্ভর হতে পারবে। তাঁর মতে স্বদেশীয় ঐতিহ্যকে না জেনে কেউ বর্তমানকে সঠিকভাবে জানতে বা বুঝতে পারবে না।

শিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্পর্কে বেগম রোকেয়ার মতামতঃ

বেগম রোকেয়ার ভাবনা ও আদর্শ সাধারণ বাঙালী মুসলমান সমাজের বৃত্ত পেরিয়ে সর্বস্তরে সমাজ ব্যবস্থাকে স্পর্শ করেছিল। শিক্ষার পাঠক্রমের রূপরেখা যেভাবে তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন তা আসলেই কার্যকরী ও আদর্শ একটি রূপরেখা যা বর্তমান দিনেও সমান প্রাসঙ্গিক। শুধু তাই নয় এই পরিকাঠামোর সম্পূর্ণ প্রয়োগে সমাজের আমূল পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বেগম রোকেয়া তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের রূপরেখা নিজেই ঠিক করতেন। তিনি পাঠক্রমের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। যেমন, ১. কোরাণ অর্থাৎ ধর্মের শিক্ষা, স্বজাতির অস্তিত্বকে বোঝাতে গেলে ধর্মের চর্চা খুব প্রয়োজন। ২. ইংরেজী- বিদেশের সংস্কৃতিকে চিনতে গেলে, সেই দেশের ভাষাকে রপ্ত করতে হয় আর ইংরেজী ভাষায় যেহেতু পৃথিবীর সিংহভাগ মানুষ কথা বলেন, তাই বিশ্বজনীন সংস্কৃতির অংশ হওয়ায় ইংরেজী ভাষার শিক্ষা অনিবার্য। এছাড়া তিনি পঠক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন– ৩. উর্দু ভাষা, ৪. পার্সি ভাষা, ৫. হোম নার্সিং, ৬. ফাস্ট এইড, ৭. রান্না, ৮. সেলাই, ৯. শরীর শিক্ষা, এবং ১০. পেশাগত শিক্ষা।

৫.৩ শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার মতামতঃ

শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতার মতামত

শিক্ষক হবেন সর্বদাই কঠোর পরিশ্রমী এবং শিক্ষকের মধ্যে কোন ভাব বিলাসিতার প্রকাশ পাবে না। কেবলমাত্র জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে গ্রহণ না করে যারা শিক্ষা দানের মধ্য দিয়ে নিজের সত্ত্বাকে প্রকাশ করে এক অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করে, তাদের শিক্ষা প্রণালী স্বভাবতই চিরাচরিত পথ থেকে ভিন্ন। নিবেদিতা অঙ্ক, ইতিহাস ও ছবি আঁকা শেখাতেন। তিনি সাধারণ স্কুলের মতো পাঠ্য পুস্তক দ্বারা ইতিহাস পড়াতেন না, তিনি নিজেই ইতিহাসের গল্প বলে যেতেন এবং ছাত্রীরা শুনতেন। তিনি যেদিন যে বিষয়টি আরম্ভ করতেন সেই বিষয়টির মধ্যে যেন তিনি একেবারে ডুবে যেতেন। সিস্টার নিজে সমস্ত রাজপুতনা ঘুরে বেড়িয়ে ছিলেন, সে সম্বন্ধে গল্প শোনাতেন শিক্ষার্থীদের। রাজপুত জাতির শৌর্য, বীর্য, দেশের জন্য ত্যাগ, কষ্ট সহিষ্ণুতা, আবার রাজপুত নারীদের বীরত্ব গাথা,

আত্ম-সম্মান এই সব তিনি অগ্নিগর্ভ ভাষায় বর্ণনা করতেন এবং সেই সময় তাঁর মুখের ভাব বিভিন্ন ভাবের ছটায় উদ্ভাসিত হত এবং শিক্ষার্থীরা তা দেখে মুগ্ধ হত।

শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে বেগম রোকেয়ার মতামতঃ

রোকেয়ার মতে, কেবলমাত্র অন্যের বক্তব্য শুনে বা মুখস্থ করে তা প্রকাশ করে দেওয়াই প্রকৃত শিক্ষা নয়, চোখ, কান এবং চিন্তাশক্তির যথাযথ ভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করা সম্ভব। তাঁর মতে, গোটাকতক বই পড়া বা দু'ছত্র কবিতা লিখতে পারা শিক্ষা নয়। তিনি চেয়েছিলেন সেই শিক্ষা যা শিক্ষার্থীকে নাগরিক অধিকার অর্জন করতে সক্ষম করবে। এই শিক্ষা মানসিক ও শারীরিক দুই রকমের হতে হবে। (তদেব, পৃ. ২৭২)

রোকেয়া বুঝতে পেরেছিলেন বৈজ্ঞানিক ও মানবিক উভয় ধরনের জ্ঞান না থাকলে শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ সুষম হবে না। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিষয়ে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থানে পরিবেশ ও মানুষের সম্বন্ধে জ্ঞান দানের উপরে রোকেয়া গুরুত্ব দিয়েছেন। যা কিছু দরকার তার সবই শিক্ষার্থীর পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

নৈতিকতার শিক্ষার ক্ষেত্রে রোকেয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে সমস্ত গুনাবলীর বিকাশ ঘটানোর কথা বলেছেন সেগুলি হল সত্যবাদীতা, আত্মনির্ভরতা, সাহসিকতা, কর্তব্যবোধ, একতা, শিষ্ঠাচার (যেমন বড়দের সম্মান দেওয়া এবং ছোটদেরকে স্নেহ প্রভৃতি)।

৫.৪ শৃঙ্খলা সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার মতামতঃ

শৃঙ্খলা সম্পর্কে নিবেদিতার মতামতঃ

শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রীদের মধ্যে শৃঙ্খলার বীজবপন করতে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। ছাত্রীদের শিক্ষাদান কালে শৃঙ্খলার প্রথম পাঠ হিসেবে নিবেদিতা বলতেন, "তোমরা সর্বদাই সোজা হয়ে বসবে; নীচু হয়ে, কুঁজো হয়ে বা বেঁকে চূরে কখনো বসবে না।" (নিবেদিতা বিদ্যালয় শতবর্ষ স্মারক পত্রিকা, ১৮৯৮-১৯৯৮। পৃ. ৫০) ।

বোধ হয় নিবেদিতাই বাঙালী মেয়েদের প্রথম সোজা হয়ে মেরুদণ্ড খাড়া করে বসার পাঠ দেন। এই ঋজু বা সোজা হয়ে বসা ও দাঁড়ানোর ব্যাপ্তি বহুদূর– জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সোজা ভাবে দাঁড়াতে না পারলে অন্যায় বাঁকাপথে প্রবেশ করবে জীবনকে নষ্ট করতে। এভাবেই তিনি প্রতিবাদ করবার শিক্ষা দিয়েছেন।

শৃঙ্খলা সম্পর্কে বেগম রোকেয়ার মতামতঃ

রোকেয়া কড়া শৃঙ্খলার বিষয়ে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মত ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য শৃঙ্খলাকে জাগিয়ে তুলতে এবং প্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ় শৃঙ্খলা প্রয়োজন। ছাত্রাবস্থায় যারা নিয়মিত শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন করেন তারা বড় হয়েও শৃঙ্খলার মধ্যেই জীবন পরিচলনা করতে সমর্থ হবেন। যে সকল শিক্ষার্থী শৃঙ্খলার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে সমর্থ হয় তাদের শারীরিক, মানসিক এব নৈতিক খেত্র গুলির বিকাশ ঘটে। প্রাচীন ভারতে শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক বিকাশের জন্য শৃঙ্খলার গুরুত্বকে রোকেয়া বিংশ শতাব্দীতেও সমান গুরুত্ব দিয়ে স্বীকার করেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার সমাজ ভাবনা

৬.১ ভগিনী নিবেদিতার সমাজ ভাবনা

বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার আগে থেকেই সমাজতন্ত্রের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় ঘটেছিল। ১৮৯৭ সালে যখন রামকৃষ্ণ মিশন দুঃস্থ ও দুর্গতদের মধ্যে সেবামূলক কাজ করতে চেয়েছেন, তখন নিবেদিতা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন যে এই সেবামূলক কাজ পৃথিবীর সমস্ত সমাজবাদীদের প্রশংসা আদায় করে নেবে। বিশেষ করে সমকালীন ইউরোপীয় শ্রমিক, কৃষকেরা মালিক শ্রেনির অত্যাচারের বিরুদ্ধে আক্রোশ গড়ে তুলছিল তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। সমাজ সম্পর্কে সচেতন নিবেদিতা চেয়েছিলেন প্রিন্স ক্রুপট্‌কিনের ‘ফ্রেঞ্চ রিভোলিউশন’ বইটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বইটির উপর একটি পূর্ণমূল্যায়ন তৈরি করতে। যাতে সরকার শিক্ষার সম্প্রসারে সচেষ্ট হয়। রাশিয়াতে যেখানে বহুসংখ্যক ইঞ্জিনিয়ার, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিত সমাজ, ভূতাত্ত্বিক দরকার– সেখানে রাশিয়ার কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার সংকোচন ঘটাবার জন্য সচেষ্ট। নিবেদিতা বোঝাতে চেয়েছেন ভারতবর্ষের মতো একটি এতবড় দেশেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষিত মানব সম্পদের প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন মিটছে না কারণ লর্ড কার্জনের ভ্রান্ত শিক্ষানীতি ভারতীয়দের জন্য শিক্ষার সংকোচন ঘটিয়েছে।

৬.২ বেগম রোকেয়ার সমাজ ভাবনাঃ

বেগম রোকেয়া মুসলমান সমাজের বিভিন্ন সমস্যার দিকে মুসলমান সমাজকে দৃষ্টি দিতে বলেছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুসলমান পুরুষরা কথায় কথায় ‘তালাক’ দিতেন। ফলে ওই সমস্ত মেয়েরা স্বামীর ঘরে এমনকি বাবার ঘরেও স্থান না পেয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভিক্ষাজীবীতে পরিণত হতেন। অশিক্ষিতা মুসলমান মেয়েরা নিজেদের সুন্দর ধর্ম, সুন্দর সামাজিক আচার প্রথা বিসর্জন দিয়ে এক অদ্ভুত রকমের জানোয়ার সাজতেন। (তদেব, পৃ. ২৪৯)

‘ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম’ প্রবন্ধে রোকেয়া দেখিয়েছেন উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে মুসলমান নারী পুরুষ নিজে ধর্মকে ত্যাগ করে পরের ধর্মকে গ্রহণ করছেন। রোকেয়ার অন্যতম জীবনীকার শামসুননাহার ‘রোকেয়া জীবনী’ তে

লিখেছেন, "ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অশিক্ষা ও কুসংস্কারের ভিতর দিয়া আসিয়াছিল জাতির সবচেয়ে বড় অকল্যাণ। ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা ভুলিয়া হৃতসর্বস্ব মুসলমান সেদিন হাবুডুবু খাইতেছিল কুসংস্কার আর গোড়ামির পাঁকে।" (রোকেয়া জীবনী, শামসুননাহার, পৃ. ২২)

রোকেয়ার মতে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে মুসলমান সমাজ নানাবিধ কুসংস্কারের জালে জড়িয়ে পড়ে। ইসলামের মূল আদর্শ সাম্যবাদ ও ভাতৃত্বের নীতি থেকে ভারতীয় মুসলিম তথা বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায় অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। ধর্মীয় অনুশাসন গুলিকে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হত। মুসলমান সমাজের মধ্যে সত্যিকারের সাহসী সংস্কারকের অভাব ছিল প্রকট। তাই রোকেয়াকে সমাজসংস্কারকের ভূমিকাতেও দাঁড়াতে হয়। 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে রোকেয়া স্বীকার করেছেন যে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে মুসলমান মেয়েদের মন দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে না। তারা বাস্তবকে বুঝতে এবং গ্রহণ করতে অসমর্থ। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা পেলে মুসলমান মেয়েরা পুরুষের প্রাধান্য না মেনেও স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারবেন, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনুশীলনের কৃতিত্ব দেখাতে পারবেন, এমনকি বিদেশী আক্রমণ থেকে স্বদেশকে রক্ষা করতে পারবেন। 'Sultana's Dream' নামক লেখায় এই কথাই রোকেয়া স্পষ্ট করে জানিয়েছেন।

৬.৩ দারিদ্র্য দূরীকরণে নিবেদিতা ও রোকেয়ার ভাবনাঃ

দারিদ্র্য দূরীকরণে নিবেদিতার ভাবনা

মেয়েদের তিনি আচার তৈরী, বড়ি তৈরী, সূচি শিল্প, সেলাই এবং পরবর্তী সময়ে, রন্ধনশিক্ষা, বিভিন্ন ধরনের আলপনা, মাটির ছাঁচ, মাটির বেনেপুতুল, পুরান কাশ্মীরী শালের কাজ, কাঁথার কারুকার্য, ছবি আঁকা ও রং তুলির কাজ ইত্যাদি শেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। হাতে-কলমে এই প্রায়োগিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে তিনি তার ছাত্রীদের স্বাবলম্বী এবং উপার্জনশীলা করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন কেবলমাত্র স্বামীর উপার্জনে সংসারে স্বচ্ছলতা আসবে না। সংসারকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে হলে স্বামীর পাশে থেকে স্ত্রীকে উপার্জন করতে হবে। আবার উপার্জনে সক্ষম নারী স্বাধীনতা, মুক্তি এবং ক্ষমতায়ন লাভ করতে পারে।

দারিদ্র্য দূরীকরণে রোকেয়ার ভাবনা

বেগম রোকেয়ার সমাজ ভাবনার একটি অন্যতম দিক হল ভারতবাসী তথা বঙ্গবাসীকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা। মেয়েরা যদি নিজেরা সচেষ্ট না হয়, নিজেদের উন্নতির দ্বার নিজেরা খুলতে এগিয়ে না আসে, ভাগ্যের উপরে নিজেদের ভবিষ্যৎকে ছেড়ে দেয় তাহলে তারা পুরুষের ধন হয়ে থেকে যাবে। স্বাধীনতা, ওজস্বিতা এবং উপার্জনের শক্তি অর্জন করতে অপারগ হবে। যতক্ষণ না মেয়েরা যুগোপযোগী শিক্ষা লাভ করে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের জন্য সচেষ্ট না হবে ততক্ষণ তারা দরিদ্র থাকবে। এই প্রসঙ্গে রোকেয়া 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে লিখেছেন, "যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডী কেরানি হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী ব্যারিস্টার, লেডী জর্জ– সবই হইব! পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডী Viceroy হইয়া এদেশের সমস্ত নারীকে 'রাণী' করিয়া ফেলিব! উপার্জ্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই? যে পরিশ্রম আমরা 'স্বামী'র গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?"

৬.৪ সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার চিন্তা ভাবনার দূরদর্শিতাঃ

নিবেদিতা পরোক্ষভাবে ও সাম্প্রদায়িকতাকে স্বীকার করেননি। তিনি জাতীয়তাবাদে, ঐক্য ও অখণ্ড ভারতবর্ষের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই সংকীর্ণ হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও পার্সি ধর্মের বিভাজনকে আলাদা করে দেখেননি। তাঁর স্বচ্ছ, মুক্ত ও সত্য দৃষ্টি দিয়ে ভারতের জাতীয়তা স্পন্দনকে হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন এবং তাকেই তুলে ধরেছিলেন তাঁর বজ্র-নির্ঘোষ বাণীতে। তাই এই অখণ্ড, অবিভাজ্য ভারতবর্ষে জাতীয় চেতনা একটি সুরেই স্পন্দিত– সেখানে জাতির নামে, ধর্মের নামে সংকীর্ণ সম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। ঐক্যবদ্ধ ভারতীয়দের যত উপাদান বৈচিত্র্য ততই তার শক্তি, তার ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য। তাই ভারতবর্ষের উপাদানের বৈচিত্র্য, জাতীয় ধর্মের বৈচিত্র্য, ভাষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য– জাতি হিসেবে ভারতীয়দের শক্তির লক্ষণ। তাই নিবেদিতা সম্পূর্ণত জাতিভেদ প্রথা তথা সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ ভাবনার বিরোধিতা করেছেন। রোকেয়া সারাজীবন ভারতীয় মূল্যবোধের চর্চা

করেছেন এবং ভারতের ঐতিহ্যকে জাতীয় স্তরে উপস্থাপন করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। একই রকম ভাবে তিনি তাঁর প্রবন্ধ 'সুগৃহিণী'-তে লিখেছেন, "...আমরা শুধু হিন্দু বা মুসলমান কিংবা পার্সি বা খ্রিস্টান অথবা বাঙালী, মান্দ্রাজী (মাদ্রাজী), মাড়ওয়ারী বা পাঞ্জাবী নহি – আমরা ভারতবাসী। আমরা সর্বপ্রথমে ভারতবাসী তারপরে মুসলমান, শিখ বা আর কিছু। সুগৃহিণী এই সত্য আপন পরিবার মধ্যে প্রচার করিবেন। তাহার ফলে তাঁহার পরিবার হইতে ক্ষুদ্র স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি ক্রমে তিরোহিত হইবে এবং তাঁহার গৃহ দেবভবন সদৃশ ও পরিজন দেবতুল্য হইবে।" (রোকেয়া রচনাবলী, ২০০৬ পৃ. ৩৯-৪০)

সপ্তম অধ্যায়ঃ আলোচনা

৭.১ ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়া সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতামতঃ

বর্তমান গবেষিকা চারজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ তথা ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়া চর্চায় আধুনিক কালের পথিকৃৎদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণের জন্য গবেষিকা কার্যদর্শী বা সুপারভাইজার -এর সহায়তায় চারটি মুক্ত প্রশ্নাবলী (Open-ended questionnaire) তৈরি করেন এবং ভগিনী নিবেদিতার ও বেগম রোকেয়ার চর্চায় অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া ব্যক্তিত্বদের সম্মুখীন হন। নীচে চারজন ব্যক্তিত্বের দেওয়া প্রশ্নোত্তরগুলি যথাক্রমে পর্যায়ক্রমে সাজানো হয়েছে।

অধ্যাপক মনোতোষ দাশগুপ্ত–রসায়ন বিজ্ঞানে Ph.D. ডিগ্রী প্রাপ্ত। প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে অধ্যাপনা করেছেন।

অধ্যাপক রাধারমন চক্রবর্তী- নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রথিতযশা অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপক চক্রবর্তী বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা -এর ‘মানবাধিকার’ এবং ‘ভারততত্ত্ব চর্চা’ বিষয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক।

অধ্যাপক সনৎকুমার ঘোষ- কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বিভাগে অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান এবং কলা অনুষদে অধ্যক্ষ রূপে সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন।

অধ্যাপক স্বপন মুখোপাধ্যায়- ‘The Statesman’ পত্রিকার এডিটোরিয়াল বোর্ডে দীর্ঘকাল অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন। পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক গবেষণা ক্ষেত্রে তাঁর নাম ভারতে এবং বাংলাদেশে বহু চর্চিত।

প্রথম প্রশ্ন : বিবেকানন্দ কেন ভগিনী নিবেদিতাকে আহ্বান জানালেন ভারতবর্ষে আসার জন্য?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরের সারাংশ

ক. বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে ভারতবর্ষে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।

খ. এই সময় বিবেকানন্দের চোখে নিবেদিতার ন্যায় কোন নারী ধরা পড়েননি যিনি ভারতবর্ষকে ভালোবেসে তাঁর মেয়েদের শিক্ষার জন্য সর্বতভাবে চেষ্টা করবেন।

গ. মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল্ এর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ লক্ষ্য করেছিলেন গভীর অনুসন্ধিৎসা।

ঘ. স্বামীজী লক্ষ্য করেছিলেন যে নিবেদিতা একজন তেজস্বী সিংহী এবং ভারতবর্ষের প্রতি নিবেদিতা প্রাণা শিক্ষয়িত্রী। তাঁর মধ্যে একজন শিক্ষা বিজ্ঞানী হওয়ার সম্ভাব্য উপকরণ ছিল। কারণ প্রথাগত শিক্ষাদানের মধ্যে তিনি নিজেকে আটকে রাখেননি, প্রথা ভেঙ্গে তিনি শিক্ষাদানের নতুন দিগন্তকে উন্মোচন করেছেন।

ঙ. একজন বিদেশিনীর পক্ষে কি ভারতবর্ষে মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারে কাজ করা সম্ভব?

চ. নিবেদিতা ভারতীয় বেদান্ত দর্শন অধ্যাত্মবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

ছ. ভারতে এসে নিবেদিতা অনুভব করেন – এখানে একটা পরিবর্তন দরকার এবং সেই পরিবর্তন আসতে পারে শিক্ষার মধ্য দিয়ে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : বেগম রোকেয়ার নারী শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস এবং ভগিনী নিবেদিতার নারী শিক্ষা প্রসারের যে প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে সম্পর্ক কি?

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের সারাংশ

ক. নিবেদিতা ছিলেন প্রকৃত অর্থেই একজন শিক্ষাবিজ্ঞানী। আর রোকেয়া ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ।

খ. নিবেদিতা বিজ্ঞানীদের ন্যায় শিক্ষাক্ষেত্রে নিত্যনতুন আবিষ্কারের নেশায় মেতে থাকতেন, কিন্তু বেগম রোকেয়া সেই সময়ের প্রথাগত স্কুল শিক্ষার ঘেরাটোপ থেকে নিজেকে বার করতে পারেননি।

গ. নিবেদিতা এবং রোকেয়া দুজনেই কলকাতায় থেকে মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেছেন।

ঘ. নিবেদিতা বহু মনীষীর সান্নিধ্য পেয়েছেন, যা রোকেয়ার ভাগ্যে ঘটেনি।

ঙ. উভয়ের কর্মপদ্ধতি এক ছিল না এমনকি তাঁরা যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার প্রকারভেদ ও মাত্রাও ছিল ভিন্ন।

চ. বেগম রোকেয়া মুসলিম নারীদের জন্য বিদ্যালয় শিক্ষার পাশাপাশি কিছু হাতে-কলমে কাজ শেখারও ব্যবস্থা করেছিলেন।

ছ. বেগম রোকেয়া নারীকে উপার্জনের ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করার মধ্যে দিয়ে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য চেষ্টা করেছেন।

জ. অবনীন্দ্রনাথের ভারতমাতার ছবি নিবেদিতার অনুপ্রেরণায় তৈরি হয়েছিল।

ঝ. উভয়েই নারী শিক্ষা সহ নারী সচেতনতা, মেয়েদের স্বাবলম্বী হওয়া এবং মেয়েদের ক্ষমতার বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে চেষ্টা করেছিলেন।

ঞ. নিবেদিতা মূলত বাংলার হিন্দু মেয়েদের মধ্যে এবং রোকেয়া বাংলার মুসলমান মেয়েদের মধ্যে কাজ করেছেন।

ট. রোকেয়া বাঙালী মুসলমান মেয়েদের পথিকৃত ছিলেন।

তৃতীয় প্রশ্ন : ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়া উভয়েই কি সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করতে পেরেছিলেন?

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরের সারাংশ

ক. নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া কেউই সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট ছিলেন না। তাঁদের লেখা চিঠিপত্র এবং বক্তৃতার মধ্যে কোথাও সাম্প্রদায়িকতার সুর বাজেনি।

খ. দুজনের কেউই অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ন ছিলেন না।

গ. নিবেদিতার মত একজন বিদেশিনীর পক্ষে সে সময় মুসলমান মহল্লাতে গিয়ে পর্দানসীন মেয়েদের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা ছিল প্রায় অসম্ভব।

ঘ. নিবেদিতা হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে থাকার কারণে পল্লীর হিন্দু মেয়ে এবং মহিলাদের শিক্ষার জন্য চেষ্টা করেছিলেন।

ঙ. বেগম রোকেয়া মুসলমান মহিলা হওয়ার কারণে মুসলমান সমাজের মেয়েদের যন্ত্রণাকে অনুভব করতে পেরেছিলেন বলে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার জন্য আজীবন লড়াই করেছেন।

চ. নিবেদিতা এবং রোকেয়ার পাঠদানের তাত্ত্বিক দিক এবং প্রয়োগ এর মধ্যে কিছু ফারাক রয়েছে।

ছ. নিবেদিতা ছিলেন Trained Teacher এবং রোকেয়া ছিলেন Self-made Teacher।

চতুর্থ ও শেষ প্রশ্ন হল আজকের সমাজে এই দুই মহীয়সী নারীর শিক্ষাভাবনার প্রাসঙ্গিকতা কতখানি?

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরের সারাংশ

ক. ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনা আজও একশো বছর পূর্বের ন্যায় সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

খ. নিবেদিতা প্রকৃত অর্থে ছিলেন একজন শিশু শিক্ষিকা।

গ. তাঁর দেওয়া পাঠ শিক্ষার্থীদের মনের খাদ্য হয়ে উঠত।

ঘ. শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তিনি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ব্যবহার করেছেন এবং সাফল্য লাভও করেছেন।

ঙ. নিবেদিতা তাঁর গুরুর ন্যায় শিক্ষার্থীর অন্তরে লুকিয়ে থাকা সম্পূর্ণতার বিকাশের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

চ. নিবেদিতার ভাবনা ছিল প্রতিটি শিক্ষার্থী হয়ে উঠবে একক সমাজ তথা Community Atom।

ছ. রোকেয়া ছিলেন একজন শিক্ষিকা ও শিক্ষাব্রতী।

জ. রোকেয়ার ভাবনা অনেকাংশে ছিল একমুখী।

ঝ. রোকেয়া বুঝেছিলেন দারিদ্র্য মুক্ত মুসলমান সমাজ গড়ে তুলতে হলে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষিতা করে তোলা অপরিহার্য।

ঞ. মেয়েরা আজ উচ্চশিক্ষিতা হলেও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা শ্লীলতাহানী ও ধর্ষণের শিকার।

ট. পুঁথিগত শিক্ষা পেলেও আজকের মেয়েদের মধ্যে অন্তরাত্মার বিকাশ ঘটেনি। এই বিকাশের জন্য একবিংশ শতাব্দীর নারী শিক্ষা ভাবনায় নিবেদিতা এবং রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনার প্রতিফলন ঘটানো দরকার।

ঠ. নিবেদিতা এবং রোকেয়া ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার কথা বলেছেন।

ড. সততার সঙ্গে চেষ্টা করলে একদিন আমাদের মধ্যেকার সাম্প্রদায়িক হানাহানি বন্ধ হয়ে যাবে আর এর জন্য প্রয়োজন ভগিনী নিবেদিতা ও রোকেয়ার অসাম্প্রদায়িক ভাবনার প্রয়োগ।

ঢ. আমাদের সমাজে মেয়েদেরকে আমরা যেভাবে দাসীর মতো দেখি সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে।

ন. বর্ণবিদ্বেষ ও নারীর উপর নিপীড়ন বন্ধ করতে না পারলে একবিংশ শতাব্দীতেও আমাদের সমাজ থেকে সাম্প্রদায়িকতার বীজকে পুরোপুরি তুলে ফেলা যাবে না।

৭.২ উপসংহারঃ

ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া দুজনের প্রধান লক্ষ্য ছিল মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার। নিবেদিতা মূলত হিন্দু সমাজের মধ্যে থেকে হিন্দু পরিবারের মেয়েদের শিক্ষার দায়িত্ব নিজ আগ্রহে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। অপরদিকে বেগম রোকেয়া মুসলমান পরিবারের মেয়ে হওয়ায় নিজের চোখে দেখেছিলেন মুসলমান মেয়েদের দুরবস্থা। তাই তিনিও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব তাঁর জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। নিবেদিতা মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রবেশ করার সুযোগ পাননি এবং অন্যদিকে পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করতে গেলে অনেক বেশি বাধার সম্মুখীন হতেন। তবে বাগবাজারে হিন্দু পল্লীর ভিতরে হিন্দু মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা, ছাত্রী সংগ্রহ এবং এর জন্য অর্থের ব্যবস্থা করতে গিয়ে তাঁকেও বিভিন্ন প্রকারের বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অন্যদিকে রোকেয়ার সমস্ত জীবনই ছিল সমস্যায় দীর্ণ।

প্রায় একই সময়ে দুজনেই কলকাতায় মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দুজনের মধ্যেই কখনো সাক্ষাৎ হয়েছে বা পরস্পর পরস্পরকে চিনতেন বা পরস্পর পরস্পরের কাজের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এরূপ কোন প্রমাণ জানা যায়নি। নিবেদিতা যদিও মূলত হিন্দু সমাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করেছিলেন কিন্তু সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায় সম্বন্ধে কখনো কোন নেতিবাচক উক্তি করেননি। একই ভাবে বেগম রোকেয়া যদিও মুসলমান সমাজের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন কিন্তু তিনিও কখনো হিন্দু সমাজ বা হিন্দু মহিলাদের সম্বন্ধে নেতিবাচক উক্তি করেননি বা নেতিবাচক মনোভাব দেখাননি। বরঞ্চ রোকেয়ার বিভিন্ন লেখায় হিন্দু মহিলাদের উদাহরণ টেনেছেন ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে।

৭.৩ বর্তমানকালে শিক্ষা ক্ষেত্রে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া'র শিক্ষা ও সমাজ ভাবনার প্রাসঙ্গিকতাঃ

ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া উভয়েই বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে চিরাচরিতভাবে চলে আসা ভাবনা থেকে অনেকটা এগিয়ে ভাবতে পেরেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে একশত বছর পেরিয়ে এসেও আজও আমরা ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার সমাজ ভাবনা এবং শিক্ষা ভাবনার প্রাসঙ্গিকতাকে অস্বীকার করতে পারিনা। যখন আমরা ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার নারী শিক্ষাদান প্রসঙ্গে শিক্ষার উদ্দেশ্য, পাঠক্রম, শিক্ষাদানের পদ্ধতি, শ্রেণীকক্ষে এবং শ্রেণীকক্ষের বাইরে শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করি, তখন দেখতে পাই যে একবিংশ শতাব্দীতেও নারীশিক্ষা, নারী জাগরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে তাঁদের দেখানো পথ কোন অংশে ভুল ছিল না। আজও আমরা লড়াই করে চলেছি মেয়েদের সার্বজনীন শিক্ষা, শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়ে এবং ছেলেদের সমান সুযোগ সুবিধার অধিকার, মেয়েদেরকে ঘরের বাইরে উপার্জন করার সুযোগ সমষ্টির মধ্যে দিয়ে নারী স্বাধীনতা এবং নারী ক্ষমতায়নের স্বপক্ষে। আর এর দ্বারাই নারী জাতির জাগরণ সম্ভব। ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া দুজনেই উল্লিখিত লক্ষ্যে কাজ করেছেন। আমরা জানি, "শিক্ষা আনে চেতনা, এবং চেতনা আনে বিপ্লব।" বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের ভাবধারায় স্নাত ভগিনী নিবেদিতা এবং নিজের জীবন দিয়ে মেয়েদের অবস্থাকে অনুভব করা বেগম রোকেয়া বুঝেছিলেন সমাজের উন্নয়ন ঘটাতে না পারলে ভারতবর্ষের উন্নয়ন অসম্ভব। না। স্ত্রী শিক্ষার দ্বারা রোকেয়া একদিকে যেমন নারীর অন্তরে আপন অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা, আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা এবং আত্মমর্যাদা বোধকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন তেমনি সেই সকল শিক্ষিতা নারীরা পুরুষদের স্বার্থ রক্ষা নিয়ে কীভাবে কাজ করবে তথা সমাজের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে সে বিষয়ে তাঁর সাহিত্যে বিভিন্ন চরিত্রের মুখ দিয়ে নিজের কথা বলেছেন। আজও আমরা বিশ্বাস করি যে নারীর উন্নয়ন ব্যতীত পুরুষের উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারী এবং পুরুষের উভয়ের উন্নয়ন এবং ঐক্য সাধন ব্যতীত সমাজের উন্নয়ন অলীক কল্পনা মাত্র।

সুতরাং স্বীকার করতেই হয় যে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনা ও সমাজ ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে আজও সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক। উত্তরোত্তর এই প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বিষয়ে আরও গভীরভাবে অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

৭.৪ গবেষকের সুপারিশঃ

ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনা ও সমাজ ভাবনার সম্বন্ধে গবেষণার পর বর্তমান গবেষিকা নিম্নলিখিত সুপারিশ গুলি করেছেন –

১. ভগিনী নিবেদিতার সমস্ত রচনা এবং চিঠিপত্র ইংরেজিতে লিখিত হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষের পক্ষে তাকে অনুধাবন করা সম্ভবপর হয় না। তাই নিবেদিতার ভাবনাকে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হলে বাংলা, হিন্দি এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় তার অনুবাদ করা প্রয়োজন।

২. বেগম রোকেয়ার প্রায় সমস্ত রচনা বাংলা ভাষায় সুলিখিত হওয়ার কারণে অবাঙালি এবং অ-বাংলা ভাষীদের পক্ষে রোকেয়া সম্বন্ধে পাঠ গ্রহণ করা সহজসাধ্য হয় না। তাই রোকেয়ার সমস্ত লিখিত কর্মকে ইংরেজি, হিন্দি এবং অন্যান্য ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করা প্রয়োজন।

৩. বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যক্রমে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার জীবনীর সম্বন্ধে পাঠ নেওয়ার সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

৪. ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার শিক্ষা ভাবনা ও সমাজ ভাবনার পাঠক্রম, শিক্ষাদানের পদ্ধতি, মূল্যায়ন, শৃঙ্খলার ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাবিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ গ্রহণ এবং চর্চার সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

৫. ভারতের জাতীয় আন্দোলনে নিবেদিতার গুরুত্ব, সাহিত্য-বিজ্ঞান-চিত্রাঙ্কন-ইতিহাস প্রভৃতির চর্চায় ভগিনী নিবেদিতা কিভাবে ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সেই বিষয়ে বিস্তারিত পাঠ গ্রহণের সুযোগ থাকা জরুরী। সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের এ বিষয়ে বিস্তৃত পাঠের সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

৬. পরাধীন ভারতবর্ষে মহিলাদের শিক্ষা, জাগরণ, ক্ষমতায়ন এবং সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার গুরুত্ব বিস্তারিতভাবে আলোচনার দাবি রাখে।

৭. আজও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে মুসলিম সমাজের মেয়েদের পশ্চাদপদতার কারণ অনুসন্ধান করে বেগম রোকেয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে কিভাবে সমস্যার সমাধান সম্ভব সেই বিষয়ে আলোচনা দরকার।

৮. ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার জীবনী, কর্ম, বর্তমানকালে তাদের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োগ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত চর্চা হওয়া জরুরি।

৭.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধতা সমূহঃ

গবেষিকার দীর্ঘ সময়ের নিরলস প্রচেষ্টার পরেও বর্তমান গবেষণায় কিছু সীমাবদ্ধতা থেকে গেছে –

১. বর্তমান কালের শিক্ষা ব্যবস্থায়, পাঠক্রম রচনায় এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতির অনুসরণে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার কোনো প্রভাব রয়েছে কিনা সে বিষয়ে বর্তমান গবেষণায় পর্যাপ্ত অনুসন্ধান করা হয়নি।

২. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ 'Indian Knowledge System' এবং 'Sustainable Development' বিষয়ে আরো চর্চার কথা বলেছেন। উল্লিখিত দুটি বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার চিন্তাভাবনা ও কর্মসাধনা কেমন ছিল সে বিষয়ে বর্তমান গবেষণায় পর্যালোচনা করা হয়নি।

৩. ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়া মহীয়সী নারীতে রূপান্তরিত হতে গিয়ে কোন কোন প্রভাবকের সান্নিধ্যে এসেছিলেন সে বিষয়ে ও বিস্তৃত চর্চা করা জরুরী ছিল।

৭.৬ পরবর্তীকালে এই বিষয়ে আরও গবেষণা সম্বন্ধে সুপারিশ (Further Scope of Research)ঃ

১. অবিভক্ত বঙ্গদেশে নারী শিক্ষা এবং নারীজাতির উন্নয়নে ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার প্রভাব।

২. বর্তমান মুসলমান সমাজে মেয়েদের পশ্চাদপদতার কারণ অনুসন্ধান এবং সমস্যার সমাধানে বেগম রোকেয়ার কর্ম সাধনার প্রয়োগ বিষয়ে গবেষণা।

৩. ভারতের জাতীয় আন্দোলন এবং জাতীয় সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীতে নিবেদিতার ভূমিকা সম্বন্ধে গবেষণা।

৪. বঙ্গদেশে সাহিত্যচর্চা, বিজ্ঞানচর্চা, সমাজবিজ্ঞান চর্চা, চিত্রাঙ্কন চর্চা বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকার বিস্তৃত পর্যালোচনা।

৫. লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণে নারী শিক্ষার প্রয়োগ এবং এই বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতা ও বেগম রোকেয়ার চিন্তাভাবনা বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা।

৬. ভগিনী নিবেদিতা এবং বেগম রোকেয়ার সাহিত্যচর্চা বিষয়ে আলোচনা।

Bibliography: (গ্রন্থপঞ্জী)

- আচার্য, পরমেশ (২০১৭)। নিবেদিতা : অনন্যা অগ্নিকন্যা ও নারী মুক্তির প্রতীক। বিষ্ণুপদ নন্দ, *উদ্ভাসিত মহিমা : শ্বেতপদ্ম নিবেদিতা* সম্পাদিত গ্রন্থ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ.- ১৫৩-১৫৯।
- আফরোজ, তনয়া (২০১৬)। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) বাংলার মুসলমান সমাজে নারী শিক্ষার প্রসারে এক জেহাদী কন্যা। ইউ.জি.সি. -এর অর্থানুকূল্যে জাতীয় আলোচনা সভা '*Women's Education in India: Past Predicaments and Future Possibilities'.* পরিচালনায় সংস্কৃত বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ এবং সমাজ তত্ত্ব বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন এবং মহারানী কাশীশ্বরী কলেজ, ২৩-২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫, ৩৯০-৩৯৭।
- আবদুল কাদির (সম্পা।) (২০০৬)। *রোকেয়া রচনাবলী।* বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ১১, ১২, ১৫, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৪, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৪, ৪৫, ৬২, ৬৩, ৭১, ৮০, ৮৩, ৮৫, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৬, ১১১-১১৫, ১৩৩-১৩৪, ১৪৭, ১৫৩, ২৪৯, ২৫৭, ২৭০, ২৮৯, ২৯০-২৯১, ৩২৯, ৩৯১, ৪০০, ৪৯১, ৪৯৩, ৫২০,
- কাজী আব্দুল ওদুদ (১৯৫৬)। *বাংলার জাগরণ* । বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, পৃ. ২২।
- গোপা মজুমদার (দাস) (২০১১)। *নারী প্রগতির ধারায় বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।* পিএইচ.ডি (বাংলা) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অবিসন্ধর্ভ, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৩
- গীতশ্রীবন্দনা সেনগুপ্ত (১৯৯৯)। *স্পন্দিত অন্তর্লোক - আত্মচরিতে নারী প্রগতির ধারা* । প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ- ২৪২।
- গোলাম মুরশিদ (১৯৯৩)। *নারীপ্রগতির একশো বছরঃ রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া* অবসর প্রকাশনা সংস্থা। পৃ. ৬, ১৫৫, ১৭৪-১৭৫, ১৭৭
- চিত্রা দেব (সম্পা।)(১৯৯১)। *নির্ঝরিণী সরকার রচনা সংগ্রহ।* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ২০

- ড. মিজান রহমান (সংকলন ও সম্পাদনা) (২০১২)। অর্ধাঙ্গী, *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ বেগম রোকেয়া।* কথা প্রকাশ, শাহবাগ, ঢাকা। পৃ. ৮
- নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধূরানী, একরাম আলী (২০০৫)। *রবিবাসরীয়, আজকাল পত্রিকা,* ১৯ শে ফেব্রুয়ারী
- নির্ঝরিনী সরকার (২০২২)। *ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁহার বালিকা বিদ্যালয়।* আনন্দ বাজার পত্রিকা, শতবর্ষ সংকলন। পৃ. ১০৭, ১০৮, ১০৯
- নিবেদিতা বিদ্যালয় শতবর্ষ স্মারক পত্রিকা (১৯৯৮ নভেম্বর)। দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৫০
- 'পথে প্রান্তরে'(১৩.১২.১৯৯৮) । *দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা।*
- প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা (১৯৮৫)। *ভগিনী নিবেদিতা।* সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, বাগবাজার, কোলকাতা। পৃ. ৩, ১৫, ১৭, ৩৩, ৩৯-৪০, ৪৪, ৪৫, ৫১, ৮৬, ১৩৫, ২২৩, ২৩১, ৪০১-৪০২
- বন্দনা ভট্টাচার্য (২০১৭)। *নিবেদিতা : আলোর দূতী।* শ্রীশারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কোলকাতা। পৃ. ৫
- বামাবোধিনী পত্রিকা (১৮৬৪) অক্টোবর – নভেম্বর।
- বেগম রোকেয়া রচনাবলী (১৯৮৪)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ২১
- বিপিনচন্দ্র পাল (পুস্তক প্রকাশনার সময় অজ্ঞাত)। *সত্তর বৎসর।* পৃ. ২২৩
- বিষ্ণুপদ নন্দ, *সমকালের প্রেক্ষিতে আলোর দ্যুতি নিবেদিতা,* লালমাটি, যন্ত্রস্থ
- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (১৩৬২)।*সাহিত্য সাধক রচিত মালা।* ২য় খন্ড, ৫ম সংস্করণ,কলকাতা, পৃ. ৭০, ৭১
- ভারতবাণী (১৯৯৯)। শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা, পৃ. ২২
- মজুমদার (দাস), গোপা (২০১১)। নারী প্রগতির ধারায় বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি. (বাংলা) প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, শিলিগুড়ি।
- মহম্মদ সামসুল হক (২০০০)। হাজার বছরে বাঙালি নারী। পাঠক সমাবেস ঢাকা।
- মল্লিকা ব্যানার্জী (২০১৪)। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে দু একটি ভাবনা, *ইতিহাসে নারী শিক্ষা,* প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স। পৃ. ৫১

- Basak, S. (1992). Sister Nivedita and Women's Education in Bengal in the First Decade of the 20th Century. *Indian History Congress.* Vol. 53 (1992), pp. 414-422.
- Begum, A. (2021). Begum Rokeya Sakhawat Hossain's Sultana's Dream: An Echo of Enlightened Women's Leardership in the Feminist Utopia. *International Journal for Asian Contemporary Research, I*(III), 130-133.
- Benerjee, S. N. (2021). Nivedita: Religion and Society- an Impeccable act of Civic Service by the Sister During Calcutta Plague Pandemic. *ResearchGate*.
- Biswas, I. (2020). Sister Nivedita and the Upliftment of Indian Women. *International Journal of Research on Social and Natural Sciences.* V (2).
- Biswas, S. (2014). From Noble to Nivedita: Sister Nivedita and her Passages Through India, 1895-1911. *Indian History Congress.* Vol. 75, Platinum Jubilee (2014), pp. 790-797.
- Denzin, N.K., and Lincoln, Y. S. (2005). *Introduction In N.K. Denzin and Y. S. Lincoln* (Eds.), The SAGE handbook of Qualitative Research (3rd ed., pp. 1-29). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Denzin, N.K. (2006). *The elephant in the Living room: or extending conversation about the politics of evidence.* Qualitative Research, 9, 139–160.

****